



Wilkinson-এর লন্ডনে এক উন্মোচক বিরতি

পরের দিনটা ছিল অবাধ স্বাধীনতার।

কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই।

কোনো সময়সূচি নেই।

কোনো ভ্রাইভার নেই।

কোনো আচার-অনুষ্ঠান নেই।

পিকাডিলি সার্কাস ধরে হাঁটছিলাম, আর চোখ বারবার চলে যাচ্ছিল একই দিকে।

সোহো।

অল্প বয়সে ওইসব জায়গায় আমি সমাদর পেয়েছিলাম।

শুধু খদ্দের হিসেবে নয়।

দর্শক হিসেবেও।

এক সমাদৃত অতিথি।

খোলাখুলিই সমাদৃত।

বছর যত গড়িয়েছে, শিখেছি, দুর্বলতা লুকোনোর জিনিস নয়।

বোঝার জিনিস।

আর যখন তারা কারও ক্ষতি করে না, তখন যা আমাদের আনন্দ দেয়, তা দিয়ে তাদের পুষ্টও করা যায়।

তাড়াহুড়ো না করে হাঁটছিলাম।

লন্ডনকে অন্য দিনের চেয়ে শান্ত মনে হচ্ছিল।

হয়তো শহরটা বদলে গেছে।

হয়তো আমিই বদলে গেছি।

কিংবা হয়তো এ নিছক ম্যাগির প্রভাব।

তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে মনে হত, প্রতিটি রাস্তা একটা গল্প বলছে।

প্রতিটি বাড়ি যেন একটা স্মৃতি আগলে রেখেছে।

শহরের প্রতিটি কোণ যেন এমন কারও, যে আর নেই।

এই প্রথম আমি লন্ডন ঘুরে দেখছিলাম না।

লন্ডনকে শুনিছিলাম।

আর আলো, পয়টিক আর আমার যৌবনের পুরোনো ভূতদের মাঝখান দিয়ে পিকাডিলি সার্কাস পেরোতে
পেরোতে বুঝলাম, এ বিশ্রামের দিন নয়।

এ নিছক এক পাঠ আর পরের পাঠের মাঝের বিরতি।

কারণ পরদিন আবার আমার মাসির সঙ্গে দেখা হবে।

আর তাঁর সঙ্গে, খুব সম্ভব, এমন এক গল্পের আরেকটা টুকরো, যা এখনও কেউ বলে শেষ করেনি।

ফের্দিনান্দো